Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

চোল শাসনব্যবস্থায় 'গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন' ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।

ভাতীয় শাসনব্যবস্থায় চোলদের 'গ্রামীণ শাসন' বা 'গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন' ব্যবস্থা ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব অনুপস্থিত। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। চোল গ্রামগুলি ছিল স্বাধীন ও স্বয়ংশাসিত। চোল সাম্রাজ্যের এই বিকেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামীণ শাসনকে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি। এই ব্যবস্থা যে কাঠামোর ওপর ভর করে মহীরুহ আকার ধারণ করেছিল, সেগুলি এখানে আলোচনা করা হল –

গ্রাম-সমিতি – গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম-সমিতি। মূলত গ্রামের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনীতি, নৈতিক ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করা ছিল গ্রাম সমিতির কাজ। এই দায়িত্ব বর্তাত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের ওপর। এখানে আইনগতভাবে বা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা হত বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ছিল এই সমিতির অন্যতম কাজ।

গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনের যে মূল স্তম্ভগুলি ছিল, সেগুলি হল –

উর ও সভা : গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায় মূল স্তম্ভ ছিল উর বা সভা। গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক করদাতাদের নিয়ে গঠিত হয় 'উর'। এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও উপস্থিত ছিল। তাই সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই 'উর' পরিচালনা করতেন। এর কাজকর্ম ছিল সহজ সরল। আর গ্রাম সমিতির একক প্রতিষ্ঠান ছিল 'উর'।

সভা বা মহাসভা : এই শাসনের অপর একটা প্রতিষ্ঠান হল সভা বা মহাসভা। এর আরেক নাম ছিল 'পেরুনগুড়ি'। এর সদস্য নির্বাচিত হত লটারির মাধ্যমে। সভার সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা ধার্য করা ছিল, সেগুলি হল যথা –

১. সদস্য প্রার্থীদের নিজস্ব ভবন থাকা ছিল আবশ্যিক। ২. সদস্যদের বয়স হতে হবে ৩৫-৭০ বছরের মধ্যে। ৩. বেদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ছিল বাঞ্ছনীয়। ৪. সৎ, নীতিবান ও পবিত্র মনের মানুষ ব্যতীত সদস্য হওয়া যাবে না। এছাড়া বাণিজ্য সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ছিল সভার নির্বাচিত সদস্যদের। মহাসভার কাজ পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতিকে আবার কখনো কখনো 'বারিয়াম' বলেও উল্লেখ করা হয়। আবার সভার কাজ পরিচালনার জন্য করনত্তা (হিসাব পরীক্ষক) ও মধ্যস্থ (সমস্যার মীমাংসক) নামক কর্মচারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করত বলে বিভিন্ন উপাদানে পাওয়া যায়।

নাড়ু : নাড়ুর পরিচালনার যে সভা ছিল তাকে বলা হত নাত্তার।

নগরম : নগরের বণিকসভা কে 'নগরম' বলে উল্লেখ করা হয়। উর সভার তুলনায় নগরের সংখ্যা ছিল কম। নগরম ছিল স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন দেখা ছিল নগরম এর দায়িত্ব। আর এই নগরম-এর আধুনিকরূপ হল গিল্ড।

চোলদের এই বিকেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় শাসনের ঝোঁক ছিল। তবে বার্টন স্টেন ও জর্জ স্পেনসার প্রমুখরা বলেন – চোল সাম্রাজ্যটি ছিল এক ধরণের segmented state বা খন্ডিত রাষ্ট্র। এর একদিকে ছিল কেন্দ্রীভূত শাসন অন্যদিকে ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা স্থানীয় শাসন। আবার টি.ভি. মহালিঙ্গম ও চম্পকলক্ষী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে বলেন - স্বায়ত্তশাসন বহুক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি চূড়ান্ত স্বাধীনতা কখনোই অর্জন করতে পারেনি। অতএব গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকলেও কেন্দ্রীকতার ঝোঁক ছিল। তাই ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন – চোলদের শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্ত্ব শাসন থাকলেও সেটা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। এই শাসনে উপকৃত হয়েছিল কেবল উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মানুষরা। তৎসত্ত্বেও বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় চোলদের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র।